দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

৪৩ ৮৫৩

সরকারী কলেজ প্রভাষকদের পদোন্নতি বন্ধ থাকায় শিক্ষা ক্যাডারে বিশাল জ্যাম

মোশতাক আহমেদ ॥ প্রায় তিন বছর ধরে, সরকারী কলেজের প্রভাষকদের পদোন্নতি বন্ধ থাকায় শিক্ষা ক্যাডারে বিশাল জ্যামের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। চাকরির বয়স পাঁচ হলেই পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক হওয়ার কথা থাকলেও অনেকে দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে এখনও এন্ট্রি পদ প্রভাষক হিসেবেই রয়ে গেছেন। অথচ অন্য ক্যাডারে এই সময়ে কয়েকটি পদোন্নতি হয়েছে। এ বিষয়ে একাধিক বার বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি সভা (ডিপিসি) হলেও আজকাল করে বছরের পর পর পিছিয়ে যাচ্ছে পদোন্নতি। সূত্রমতে সহকারী অধ্যাপক পদে প্রায় এক হাজারের মতো পদ শূন্য থাকলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বন্ধ আছে পদোন্নতি। সহযোগী অধ্যাপকেরও পদ প্রায় দু'শ'র মতো শূন্য রয়েছে। অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব একেএম আব্দুল আউয়াল মজুমদারও প্রভাষকদের পদোন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, প্রভাষকদের পদোন্নতি না হলে আসন্ন সাতাশতম বিসিএসে যারা শিক্ষা ক্যাডারে আসবে তাদের পোস্টিং দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, আমরা পদোন্নতি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এ বিষয়ে মামলার কারণে পদোন্নতি দেয়া যাচ্ছে না। মামলা মীমাংসা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পদোন্নতি দেয়া হবে। সূত্রমতে, সরকারী কলেজের একজন প্রভাষক পাঁচ বছর শিক্ষকতা করার পর সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিধি অনুযায়ী তিনি প্রভাষক থেকে, সহকারী অধ্যাপক হওয়ার কথা। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে গেছে পদোন্নতি। সর্বশেষ ২০০৫ সালে প্রভাষকদের পদোন্নতি হয়েছিল। এরপর থেকেই বন্ধ হয়ে যায় পদোন্নতি। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক

শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ

সূত্রমতে, গত সরকারের আমলে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে কিংবা পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েই পদোন্নতি পাওয়া যাবে বলে একটি বিধি জারি করা হয় (প্রমার্জন)। কিন্তু এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ব্যানারে সরকারী কলেজের বড় একটি অংশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কয়েক শিক্ষক প্রমার্জন নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন। যা এখনও বিচারাধীন আছে। আরেকটি অংশ বিশেষ করে আত্তীকরণকৃত শিক্ষকরা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির বিপক্ষে অবস্থান নেন। এর বাইরে সরকারী কলেজ শিক্ষক স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটি নামে শিক্ষকদের আরেকটি অংশ উপরের দুই পক্ষের বাইরে থেকে পুরো বিষয়টি সমাধান করে অবিলম্বে প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকদের পদোন্নতি দেয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। তাদের ভাষায় শিক্ষা ক্যাডারের জ্যাম দূর করতে অবিলম্বে পদোন্নতি জরুরী।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের সঙ্গে কথা হলে তাঁদের বেশির ভাগই জানিয়েছেন পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পদোন্নতি দিতে বাধা নেই। এটি সরকার ইচ্ছা করলেই দিতে পারে। অপরদিকে আত্তীকরণকৃত শিক্ষকরাও মানবিক দিক বিবেচনার কথা বলে পদোন্নতি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

সাধারণ শিক্ষকরা যাঁরা আগেও নেই, পাছেও নেই তাঁরা চান অবিলম্বে পদোন্নতি। কারণ দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি না হওয়ায় আর্থিক অসুবিধার পাশাপাশি সামাজিকভাবেও তাঁরা হেয় হচ্ছেন। কারণ একই বিসিএসে চাকরি করে তাঁদের সমবয়সী অনেকে তাঁদের থেকে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁরা রয়ে গেছেন এন্ট্রি পদেই। অনেক প্রভাষকের সঙ্গে কথা হলে তাঁরা বলেন, যেভাবে হোক বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। না-হয় শিক্ষা ক্যাডারে জ্যাম বাড়তেই থাকবে।